আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
৯ আগস্ট ২০০৫

বিশ্বের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য আন্তর্জাতিক দিবসে আমরা আদিবাসী সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে এবং মানব পরিবারে তাদের বিশেষ অবদানে আনন্দ প্রকাশ করছি। সেই সাথে আমরা স্মরণ করছি, চরম দারিদ্র্য থেকে শুরু করে রোগব্যাধি, মালিকানা হারানো, বৈষম্য এবং মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চনার মত সেইসব কঠিন চ্যালেঞ্জের, অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠী যার সম্মুখীন।

১৯৯৫ সালে শুরু হওয়া বিশ্বের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক দশক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর বিশ্বব্যাপী আরো স্পষ্টভাবে শোনাতে এবং আদিবাসীদের বিষয়ে আরো মনোযোগী হতে সাহায্য করেছে।এ বছর আমরা দ্বিতীয় দশকে পদার্পন করছি, আর যে মুহূর্তে আমরা তা করছি, তখন আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু সংলাপ যথেষ্ট নয়। আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে কাজের ওপর, যাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের অধিকার রক্ষিত হয় এবং তাদের ভূমি, তাদের ভাষা, তাদের জীবিকা ও তাদের সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে তাদের অবস্থার উন্নয়ন হয়।

আদিবাসী বিষয়াবলি সংক্রান্ত জাতিসংঘ স্থায়ী ফোরামের সাম্প্রতিক চতুর্থ অধিবেশন নব উদ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে, যাতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো, বিশেষত চরম দারিদ্র্য ও সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মত লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়।

ফোরামে দারিদ্র্য দুরীকরণে মানবাধিকার ভিত্তিক পদ্ধতি এবং কর্মসুচির সকল পর্যায়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের পুর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়, এতে আরো সুপারিশ করা হয় আদিবাসী শিশুদের জন্য দ্বিভাষিক ও আন্তঃসংস্কৃতি শিক্ষার। আগামী মাসে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের জন্য ফোরাম গুরুত্বপুর্ণ বার্তা প্রেরণ করেছে, যাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও জাতিসংঘের মধ্যে যে অংশীদারিত্ব ও আস্থা গড়ে উঠেছে তা স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। এতে করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন হবে এবং তাদের পরিচয়, ভাষা, সংস্কৃতি ও সনাতন জ্ঞানকে শক্তিশালী করবে।

অন্য সবার মত আদিবাসী মানুষদের জন্যও উন্নয়নে স্থায়ী অগ্রগতি শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারেরর অগ্রগতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন এই তিনটি বড় উদ্দেশ্যকে সর্বাত্মক উপায়ে বিবেচনা করবে।যখন আমরা শীর্ষ সম্মেলনের দোরগোড়ায় আছি, তখর আসুন আমরা সংকল্প করি সর্বত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সৌহার্দ্য ছড়িয়ে দেয়ার এবং তাদের সাথে একযোগে কাজ করার, যাতে তারা উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তা উপভোগ করতে পারে এবং তাদের মানবাধিকার সুরক্ষিত হয়, যা থেকে তারা বহু সময় ধরে বঞ্চিত হয়ে এসেছে।

* ** *